Volume 06/ September 2025 YEARLY

Alo-BT Alo Bhubon Trust আলো ভুবন ট্রাস্ট

NEWSLETTER

Serving Humanity & Sustainable Development
মানবসেবা ও টেকসই উন্নয়ন

About Newsletter

The Alo Bhubon Trust Newsletter 2025 reflects our ongoing commitment to "Serving Humanity and Sustainable Development." Through this annual publication, we share updates on our key initiatives in healthcare, education, and community development, including highlights from SCMPCR, PolliPathshala, and our healthcare centers. It documents achievements, collaborations, and future plans that inspire hope and progress for a better society. This newsletter is not only a record of our journey but also an invitation for you to join us in creating lasting impact. Together, we continue to light the path toward a brighter future.

Honorary Editor
Prof. Dr. Golam Abu Zakaria

Editor
Prof. Dr. Hasin Anupama Azhari

Member
Md. Jabidul Islam

Get Connected

alobhubon.org
alobhubon@gmail.com
01711 841 063, 01318 259 372
alobhubon.trust.7
in/alobt
@AloBhubon
alobhubontrust7442

House no: B-66, Road No. E/4, Eastern Housing, Pallabi 2nd phase, Mirpur, Dhaka - 1216, Bangladesh

Alo BT: Overall Activities

আলো ভুবন ট্রাস্ট: জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের পথে

[১]মোহাম্মদ উলাহ সীমান্ত, [২]সাফায়েত আনোয়ার
[১]মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট, এভারকেয়ার হাসপাতাল চট্টগ্রাম
[২]একাউন্ট অফিসার, আলো ভুবন ট্রাস্ট

আলো ভুবন ট্রাস্ট (আলো-বিটি)

"ভবিষ্যৎ সুরক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন" এই স্লোগানকে ধারণ করে ২০১৯ সালে প্রখ্যাত চিকিৎসা পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. গোলাম আবু জাকারিয়া প্রতিষ্ঠা করেন আলো ভুবন ট্রাস্ট (আলো-বিটি)। এটি একটি অরাজনৈতিক, দাতব্য ও স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণমূলক সংগঠন, যার মূল লক্ষ্য হলো সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতার বিস্তার, স্বাস্থ্যসেবার প্রসার এবং সমাজে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রফেসর ড. গোলাম আবু জাকারিয়া, যিনি গত চার দশক ধরে ইউরোপ ও এশিয়ায় চিকিৎসা পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রয়োগে অসামান্য অবদান রেখে আসছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছেন এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে গুরু-ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

বর্তমানে আলো ভুবন ট্রাস্ট বিভিন্ন খাতে কাজ করছে, যেমন প্রাথমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, এনসিডি প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যসেবা, নারী ক্ষমতায়ন, কৃষি ও নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়ন, কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ, এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রম। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে ট্রাস্ট শুধু সামাজিক কল্যাণে নয়, বরং একটি জ্ঞানভিত্তিক, সুস্থ ও স্বাবলম্বী সমাজ গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রধান প্রকল্প ও কার্যক্রম

১. সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মেডিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড ক্যা-ন্সার রিসার্চ (SCMPCR)

২০১৮ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি আলো ভুবন ট্রাস্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উদ্যোগ। এর লক্ষ্য হলো দক্ষ চিকিৎসা পদার্থবিদ তৈরি করা, যারা ক্যান্সার চিকিৎসায় নির্ভুল ডোজ পরিকল্পনা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবেষণার মাধ্যমে রোগীর উন্নততর সেবা নিশ্চিত করবে। এখানে ইউরোপীয় অ্যাক্রেডিটেশনপ্রাপ্ত অনলাইন ও অফলাইন ই-লার্নিং প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার চিকিৎসা পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এছাড়া ক্যান্সার গবেষণা কার্যক্রমও নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সার্টিফিকেট কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে, যা তরুণ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

২. গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আলো ভুবন ট্রাস্ট Rahima Baniz Healthcare Centre (RBHC) প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে নওগাঁ জেলার ইকুরকুড়ি এলাকায় এ কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরামর্শ ও ক্যান্সার প্রতিরোধমূলক সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষ সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন।

সাম্প্রতিক প্রধান কার্যক্রম (২০২৪–২০২৫)

আলো ভুবন ট্রাস্ট ২০২৪–২০২৫ মেয়াদে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা সমাজের সাধারণ মানুষকে সরাসরি উপকৃত করবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ক্যান্সার স্ক্রিনিং কর্মসূচি: নওগাঁ জেলার ১১টি উপজেলায় ধাপে ধাপে ক্যান্সার স্ক্রিনিং কর্মসূচি চালু করা হবে। এর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়েই ক্যান্সার শনাক্তকরণ সম্ভব হবে, যা রোগ নিরাময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ফিজিওথেরাপি সেবা ঘরে ঘরে: "ডোমিসিলিয়ারি সার্ভিস" চালুর মাধ্যমে শারীরিক অক্ষমতা বা জটিলতায় ভোগা রোগীরা নিজ বাড়িতে বসেই ফিজিওথেরাপি সেবা পাবে।
- গ্রামীণ শিশুদের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা: প্রান্তিক এলাকার শিশুদের আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে তারা শহরের শিশুদের সমপর্যায়ের সুযোগ পায় এবং ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে পারে।

আলো ভুবন ট্রাস্ট বিশ্বাস করে "মানুষের জন্য কাজ, জ্ঞানের প্রসার এবং স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা এই তিনটির সমন্বয়েই একটি উন্নত ও টেকসই সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।"

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও কৌশল

আলো ভুবন ট্রাস্টের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো একটি টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে ট্রাস্ট নিম্নলিখিত কৌশল গ্রহণ করেছে:

- অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন: CSR উদ্যোগ, দান, অ্যানডাউমেন্ট ফান্ড ও বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তৈরি করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কার্যকর নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে ট্রাস্টকে আরও শক্তিশালী করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব: দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি।
- ডিজিটাল রূপান্তর: স্মার্ট স্কিল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যা তরুণ প্রজন্মকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে নেবে।

SCMPCR: For Skilled Cancer Professional

SCMPCR UPCOMING PROGRAMS

E-learning program (ELP-10)

Hands-on-workshop (HW-09)

SCMPCR-এর আসন্ন প্রোগ্রাম: জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবনের সেতুবন্ধন

জাবিদুল ইসলাম মাহিদ
জুনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, SCMPCR

The South Asia Centre for Medical Physics and Cancer Research (SCMPCR), আলো ভুবন ট্রাস্টের একটি উদ্যোগ, ক্যান্সার চিকিৎসা উদ্ভাবন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্বের ধারাবাহিকতায় আয়োজন করতে যাচ্ছে E-learning Program (ELP- 10) এবং Hands-on Workshop (HW- 09)

অংশগ্রহণকারীরা শিখবেন আধুনিক বিষয় যেমন—মেডিকেল ফিজিক্সে পরিসংখ্যান ও অনিশ্চয়তা পদ্ধতি, রেডিয়েশন মেডিসিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডোজ ক্যালকুলেশনের জন্য মন্টে কার্লো সিমুলেশন এবং রেডিওথেরাপিতে থ্রিডি প্রিন্টিং। এছাড়াও, Physica Medica-এর সহযোগিতায় একাডেমিক প্রকাশনা বিষয়ক বিশেষ সেশন থাকছে, যা তরুণ গবেষকদের জন্য একটি শক্তিশালী প্রবন্ধ রচনার কৌশল বুঝতে সহায়ক হবে। প্রোগ্রামের শেষ দিনে থাকবে গ্রুপ আলোচনা ও চূড়ান্ত পরীক্ষা।

এটি SCMPCR-এর ঐতিহ্যবাহী IOMP অনুমোদিত প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতা, যেখানে আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও আঞ্চলিক প্রয়োগের সমন্বয় ঘটানো হয়।

ELP-10: প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও সফট স্কিলের সমন্বয়

১ থেকে ২১ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারিত এই অনলাইন প্রোগ্রামটি কেবল প্রযুক্তিগত জ্ঞান নয়, মেডিকেল ফিজিসিস্ট ও গবেষকদের জন্য প্রয়োজনীয় সফট স্কিলও শক্তিশালী করবে। বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হবে ইন্টারেক্টিভ সেশন, যেখানে গুরুত্ব পাবে নেতৃত্ব, যোগাযোগ, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং প্রকাশনা কৌশল।

HW-09: হাতে-কলমে শিক্ষা শ্রীলঙ্কায়

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে SCMPCR আয়োজন করবে HW-09, একটি হাইব্রিড ওয়ার্কশপ—"From Advanced Radio-Diagnostics to Modern Radiotherapy: Integrating Imaging and Motion Management"। শ্রীলঙ্কার মনোরম পরিবেশে চার দিনের এই কর্মশালায় থাকবে মেডিকেল ফিজিসিস্ট ও ক্লিনিশিয়ানদের জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব প্রশিক্ষণের সমন্বয়।

অংশগ্রহণকারীরা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেবেন রেডিওথেরাপি কনট্যুরিং, মেডিকেল ইমেজিং (CT, MRI, PET) বিশ্লেষণ এবং মুভমেন্ট ম্যানেজমেন্টে। পাশাপাশি আলোচনা করা হবে এক্স-রে ডায়াগনস্টিক্সে কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স, IMRT/VMAT, ম্যামোগ্রাফি, রেডিয়েশন মেডিসিনে এআই, এবং CT অপ্টিমাইজেশন। বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে ইমেজিংয়ের নির্ভুলতা বৃদ্ধি, রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সিমুলেশন ও 3D ব্রেস্ট ইমেজিংয়ের মতো নতুন প্রযুক্তি ক্লিনিক্যাল প্রয়োগে ব্যবহারের দিকগুলোতে।

ওয়ার্কশপে থাকছে সার্টিফায়েড প্রশিক্ষক, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সুযোগ, এবং CPD অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।

দক্ষিণ এশিয়ার জন্য বৃহত্তর ভিশন

এই প্রোগ্রামগুলো SCMPCR-এর চলমান অঙ্গীকারেরই অংশ, যার লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ায় ক্যান্সার চিকিৎসার উন্নতি—লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং বৈশ্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে। ক্যান্সার কেস বাড়তে থাকা এই সময়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্থানীয় দক্ষতা তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

যেভাবে অংশগ্রহণ করবেন

রেজিস্ট্রেশন ও আপডেটের জন্য ভিজিট করুন: www.scmpcr.org
ইমেইল: scmpcrfortraining@gmail.com
ফোন: +8801711841063 / +8801830291618 / +8801714714765

RBHC: Rural Healthcare & Awareness

আলো ভুবন ট্রাস্টের রহিমা বানিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার এক অনন্য উদ্যোগ

মোঃ নুরুন নবী
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, রহিমা বানিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

মানুষের জন্য আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলো ভুবন ট্রাস্টের উদ্যোগে ২০২১ সালে নওগাঁ জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় রহিমা বনিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। গ্রামীণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং দক্ষ জনবল তৈরি এই তিনটি মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে রহিমা বানিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এগিয়ে চলছে।

অসংক্রামক রোগ (Non-communicable diseases) হলো দীর্ঘমেয়াদি বা দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যসমস্যা, যা কোনো আকস্মিক সংক্রমণ দ্বারা সৃষ্টি হয় না এবং সরাসরি একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়ায় না। এর মধ্যে রয়েছে হৃদরোগ (যেমন হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক), ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্টজনিত রোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা। মূলত অসংক্রামক রোগ বা Non-communicable diseases-এর উপর লক্ষ্য করে RBHC কাজ করে থাকে যার মধ্যে ক্যান্সার অন্যতম।

ক্যান্সার রোগ মানবদেহে সৃষ্টি হতে অনেক সময় লাগে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে RBHC মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যেন তারা তাদের শরীর সম্পর্কে জানতে পারে। কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সহজেই নিজের শরীর সম্পর্কে জানা যায়। এতে বড় রোগ মানব দেহে বাসা বাধার আগেই প্রতিরোধ করা যায়। RBHC এর উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন বড় ধরনের কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে বড় আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতির সম্মুক্ষিণ না হয়। কারণ বাংলাদেশের অনেক মানুষই উন্নত চিকিৎসা নেওয়ার জন্য আর্থিকভাবে সাবলম্বি নয়। তাই আগে থেকেই সচেতন থাকলে শরীরে রোগ সৃষ্টি হতে পারে না।

ওষুধ ছাড়া শুধু ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে স্ট্রোক ও পক্ষাঘাতের মতো জটিল রোগ নিরাময়ের নিয়ে কাজ শুরু করেছে RBHC। যা একসময় গ্রামের মানুষের কাছে অসম্ভব বলে মনে হলেও আজ তা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে আলো ভুবন ট্রাস্টের প্রচেষ্টায়।

রহিমা বানিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রধান কার্যক্রম:

রহিমা বানিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নওগাঁ জেলাসহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কেন্দ্রটিতে যেসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- হেলথ স্ক্রিনিং
- মেডিসিন সেবা
- সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম
- মহিলাদের জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা
- গাইনি সেবা
- মেডিকেল ক্যাম্প
- ফিজিওথেরাপি সেবা
- আল্ট্রাসাউন্ড ও ইসিজি সেবা
- মানসম্মত প্যাথলজিক্যাল ল্যাব

বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প

গ্রামীণ মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করে রহিমা বানিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ মেডিকেল ক্যাম্প। ৫০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি-এর মাধ্যমে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ, বিনামূল্যে প্রাথমিক ওষুধ প্রদান ও বিশেষ ছাড়ে প্যাথলজিক্যাল টেস্ট আল্ট্রাসাউন্ড এবং নারীদের জন্য স্যানিটারি প্যাড বিতরণ করা হয়। নিয়মিতভাবে নারীদের জন্য জরায়ু ও ক্যান্সার স্ক্রিনিং ক্যাম্প করা হয়। এছাড়াও বিনামূল্যে ওভার-দ্য-কাউন্টার (ওটিসি) বা "ব্যবস্থাপত্র ছাড়া লভ্য ঔষধ" বিতরণ করা হয়।

অন্যদিকে আলো ভুবন ট্রাস্ট শুধু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং নওগাঁয় ফিজিওথেরাপি ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের দক্ষ জনবল তৈরির দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে, বিদেশ থেকে বিশেষ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষে বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে থাকে RBHC। এই সকল কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

অসংক্রামক রোগ (Non-communicable diseases) বিশেষ করে ক্যান্সার চিকিৎসার স্তম্ভগুলো নিয়ে অর্থাৎ সচেতনতা, ডায়াগনস্টিক স্ক্রিনিং, চিকিৎসা এবং দক্ষ জনবলের উপর ২০১৭ সাল থেকে আলো ভুবন ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠান আকারে রূপ নেয় এবং সারা বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করে। অন্য বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও, সোসাইটি ও হাসপাতালও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সকলের প্রচেষ্টায় অবশ্যই আমরা বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগে মৃত্যুহার কমাতে পারি।

SSC: A Project on Education for Under-privileged Children

প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা বিকাশে এক সাহসী উদ্যোগ, স্মার্ট স্কিল সেন্টার

আসাদুজ্জামান
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, স্মার্ট স্কিল সেন্টার

প্রযুক্তি-নির্ভর বিশ্বে টিকে থাকার জন্য যে মূল শক্তিটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো দক্ষতা। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণ-তরুণীরা বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত ও নারীরা আজও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত । এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আলো ভুবন ট্রাস্ট ২০২৪ সালে এক ব্যতিক্রমধর্মী সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে স্মার্ট স্কিল সেন্টার, যার লক্ষ্য হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে যুগোপযোগী প্রযুক্তি শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা।

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও পটভূমি

নওগাঁ জেলা একটি কৃষিনির্ভর ও অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। এখানকার অধিকাংশ শিক্ষিত তরুণ-তরুণী উচ্চশিক্ষা অর্জন করেও ডিজিটাল স্কিলের অভাবে কর্মসংস্থানের বাইরে থেকে যায়। বিশেষ করে নারীরা সামাজিক প্রথা ও নিরাপত্তার অভাবে বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারেন না। অন্যদিকে, ডিজিটাল দুনিয়া ও গ্লোবাল টেক ইকোনমির প্রসার ঘটলেও তা এখানকার জনগণের কাছে প্রায় অজানাই থেকে গেছে।

এই বাস্তবতা থেকে উত্তরণের জন্যই আলো ভুবন ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে স্মার্ট স্কিল সেন্টার, যেখানে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মসংস্থানের উপযোগী জ্ঞান ও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এটি কেবল শিক্ষা নয়, একটি সমাজ রূপান্তরকারী সামাজিক হস্তক্ষেপ। এটি মূলত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য গঠিত একটি উদ্যোগ। তাই এখানে সকল কোর্স ও সেবা রাখা হয়েছে অত্যন্ত স্বল্প খরচে, যাতে আর্থিক সীমাবদ্ধতা কোনো শিক্ষার্থীর শেখার পথে বাধা না হয়। বর্তমানে নওগাঁ জেলায় ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণকেন্দ্র নেই বললেই চলে, যেগুলো রয়েছে গতানুগতিক ও মানসম্মত নয়। এই প্রেক্ষাপটে স্মার্ট স্কিল সেন্টার একটি অনন্য ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। আমরা একে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছি, যাতে এই অঞ্চলের তরুণ-তরুণীরা বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ পেতে পারেন নিজ জেলাতেই।

মিশন ও ভিশন

মিশন: নওগাঁ জেলার প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা ও শিক্ষায় ক্ষমতায়ন করা, যাতে তারা আত্মনির্ভর ও কর্মক্ষম হয়ে সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ভিশন: একটি এমন ডিজিটালি সক্ষম সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে প্রত্যেকে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতে অংশ নিতে পারবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ✓ সুবিধাবঞ্চিত তরুণ-তরুণীদের জন্য মানসম্পন্ন কম্পিউটার ও ডিজিটাল প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।
- ✓ নারীদের ঘরে বসেই প্রযুক্তি-ভিত্তিক কাজ করার দক্ষতা তৈরি করা।
- ✓ শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরতা ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেওয়া।
- ✓ তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রস্তুত করতে প্রযুক্তি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা প্রদান, যাতে তারা নিজস্ব পণ্য ও সেবা অনলাইনে প্রচার ও বিক্রি করতে পারে এবং বৈশ্বিক বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।
- ✓ স্থানীয় ও জাতীয় কর্মসংস্থানের সুযোগের সাথে সংযুক্ত করার উপযোগী দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য, গ্রাম ও শহরের প্রযুক্তিগত দূরত্ব হ্রাস করা।

যাদের জন্য এ কর্মসূচি

- ✓ কম্পিউটার/আইটি শেখার আগ্রহ থাকলেও সুযোগবঞ্চিত গ্রামীণ যুবক-যুবতী
- ✓ যারা ফ্রিল্যান্সিং বা ঘরে বসে আয় করতে চান
- ✓ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মেধাবী শিক্ষার্থী
- ✓ প্রান্তিক নারী যারা পরিবার ও সমাজে অর্থনৈতিক অবদান রাখতে চান
- ✓ বেকার তরুণ সমাজ যারা শহরে না গিয়ে নিজ এলাকায় থেকেই কর্মক্ষমতা গড়ে তুলতে আগ্রহী
- ✓ এছাড়াও উপকৃত হবে সেসব তরুণ-তরুণী যারা উদ্যোক্তা হতে চায় এবং নিজস্ব পণ্য বা সেবা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচার ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগে আগ্রহী।
- ✓ প্রতি ব্যাচে নির্দিষ্ট কিছু আসন একেবারেই বিনামূল্যে রাখা হয়, যেখানে হতদরিদ্র এবং প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিশেষ বিবেচনায় কোর্সে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়।

সেন্টারের কার্যক্রম ও কোর্সসমূহ

স্মার্ট স্কিল সেন্টার বর্তমানে দুটি প্রধান শিক্ষাবিষয়ক ট্র্যাকে কোর্স পরিচালনা করছে:

☑ আইসিটি ও ডিজিটাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট:

- বেসিক কম্পিউটার (৬ মাস)
- গ্রাফিক ডিজাইন (৩ মাস)
- ফ্রিল্যান্সিং ও ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস পরিচিতি
- ভবিষ্যতে যুক্ত হবে: প্রোগ্রামিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ওয়েব ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং প্রভৃতি

☑ ইংরেজি ভাষা ও দক্ষতা কোর্স (পরে সংযুক্ত হবে):

- ইংরেজি গ্রামার, কথোপকথন ও যোগাযোগ দক্ষতা
- একাডেমিক লেখার দক্ষতা
- IELTS

ট্রেইনার ও কোর্স কাঠামো

প্রতিষ্ঠানটির প্রশিক্ষকগণ ১০+ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। প্রতিটি কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদেরকে আলো ভুবন ট্রাস্ট-এর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, যা তাদের চাকরি বা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটে প্রতি-যোগিতায় এগিয়ে রাখে। এছাড়াও জীবন ও কর্মমুখী কারিগরী প্রশিক্ষণ ও দীর্ঘ সময় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি তাদের পরবর্তী পেশাদারিত্বে এগিয়ে রাখছে।

লক্ষ্যভিত্তিক ফলাফল

- দক্ষ ও কর্মসংস্থানে উপযোগী তরুণ জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি
- নারীদের ঘরে বসে আয়ের সুযোগ তৈরি
- প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা তৈরির পথ উন্মুক্ত
- শহরমুখী মাইগ্রেশন হ্রাস ও গ্রামে কর্ম-ক্ষেত্র গড়ে ওঠা
- শিক্ষিত বেকারত্ব ও ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস

উপসংহার

স্মার্ট স্কিল সেন্টার একটি ক্ষুদ্র পরিসরে, সীমিত রিসোর্স নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ইতোমধ্যে স্থানীয় জনগণের অভাবনীয় সাড়া পেয়েছে। এটি প্রমাণ করেছে যদি উদ্যোগ সময়োপযোগী ও মানুষের প্রয়োজনভিত্তিক হয়, তবে স্বল্প সামর্থ্যেও ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা সম্ভব। প্রযুক্তি, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সম্মিলনে গড়ে ওঠা এই কেন্দ্রটি এখন নওগাঁর মতো একটি প্রান্তিক জেলায় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার অন্যতম আলো হয়ে উঠছে।

আমরা বিশ্বাস করি, সঠিক দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা পেলে এই প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা সম্ভব। তাই স্মার্ট স্কিল সেন্টার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও অংশীদারদের সক্রিয় সহায়তা কামনা করছে, যাতে এই উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত ও টেকসইভাবে পরিচালিত হতে পারে।

প্রতিটি ব্যাচে আমরা কিছু আসন একেবারেই বিনামূল্যে রাখি, যাতে হতদরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা আর্থিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। এই উদ্যোগ কেবলমাত্র একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নয়—এটি একটি মানবিক আন্দোলন, যা প্রযুক্তিকে সকলের নাগালে এনে একটি আত্মনির্ভর ও টেকসই সমাজ গঠনে অবদান রাখছে।

SDGs এর সাথে সংযুক্তি

স্মার্ট স্কিল সেন্টার এর কার্যক্রম জাতিসংঘ ঘোষিত SDGs এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত:

- SDG 4 – মানসম্মত শিক্ষা
- SDG 5 – লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
- SDG 8 – শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
- SDG 10 – বৈষম্য হ্রাস
- SDG 11 – টেকসই শহর ও জনপদ: প্রান্তিক জনগণকে দক্ষ করে নিজ অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তারা যেন শহরমুখী না হয়ে নিজ এলাকাতেই টেকসই জীবনযাপন করতে পারে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- অনলাইনভিত্তিক হাইব্রিড প্রশিক্ষণ চালু
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক সংযুক্তিকরণ
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্কিল সার্টিফিকেশন
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব সম্প্রসারণ

অধ্যাপক ডাঃ লতিফা সামসুদ্দিন

MBBS, FCPS (Obstetrics and Gynecology)
Ex. Chairman BSMMU, Ex. President OGSB

১৯৬২ সালে আমি DMC তে ভর্তি হই ও ১৯৬৮ তে MBBS পাস করি। সর্বপ্রথম ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে আমি MO হিসেবে পাবনায় প্রথম চাকুরিতে যোগদান করি, ১১ মাস চাকরি করার পর ১০-১০-১৯৭০ এ বগুড়া সরকারী মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে MO হিসেবে যোগদান করি।

মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে পূনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

এরপর এল ১৯৭১ সাল, দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে, আমি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রে অংশগ্রহণ না করলেও বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, মুক্তিযোদ্ধাদের সকলপ্রকার চিকিৎসা ও সার্জারি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বগুড়া মোহাম্মদ আলি হাসপাতালে আমি, ডা. পিপি রায় ও নার্স সাহানা একত্রে ৩ জনের একটি সার্জিক্যাল টিম গঠন করি। সেখান থেকে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় সার্জারিসহ সকলপ্রকার চিকিৎসা প্রদান করতাম, তাদেরকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করতাম শেষে তাদের নিরাপদে পালিয়ে যেতে সহায়তা করতাম। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই তখন মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য প্রদান করেছি।

১৯৭২ সালে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে বগুড়ায় লাঞ্ছিত ও ধর্ষিত নারীদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করি। সেই সকল দুর্ভাগা নারীদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বগুড়া শহরের কালীতলা হাটে একটি তিন তলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাদের চিকিৎসা ও পরবর্তিতে এ সকল নারীকে পুনর্বাসনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করি, পাশাপাশি সরকারি নির্দেশে তাদের ভূমিষ্ট সন্তানদের বিদেশে প্রেরণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করি।

আমি আমার কর্মজীবনে বগুড়া মোহাম্মদ আলি হাসপাতাল (১৯৭০-৮৩), রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (১৯৮৩-৮৬), সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (১৯৮৬-৯০), সিলেট এম.এ.জি ওসমানি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল(১৯৯০-৯২), ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (১৯৯২-৯৬), পিজি হাসপাতাল, বিএসএমএমইউ (১৯৯৬-২০০৫)সহ দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মরত ছিলাম।

সেই সময় আমাদের দেশের মাতৃমৃত্যুর হার অসহনীয় পর্যায়ে ছিল। আমি তার কারণ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক কাজ করি, এর মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যে কয়েকটি হলো:

একলামসিয়ার (Eclampsia) চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও প্রতিকার-এর ব্যবস্থাপনা

ঢাকা মেডিকেল কলেজের গাইনি বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালীন ১৯৯২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডা. লেলিয়া ভেলির নেতৃত্বে বিশ্বের ৭২ টি দেশের সাথে মিলে "ম্যাগপাই ট্রায়াল" নামক এক গবেষণয় অংশগ্রহণ করি। একাজে FIMC Director Collen Bullen আমাকে সর্বাত্মক সহায়তা করেন।

সে সময় একলামসিয়া তথা গর্ভাকালীন খিঁচুনি বন্ধের কার্যকরী ঔষধ না থাকায় গর্ভাবস্থায় খিঁচুনিজনিত রোগে অনেক গর্ভবতী নারী মারা যেত। একজন চিকিৎসক হিসেবে এই মৃত্যু নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত কষ্টের ছিল।

এই গবেষণার মাধ্যমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একলামসিয়া ওয়ার্ডের রোগীদের শরীরে ১০ গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ইনজেকশন (I.V) আকারে প্রয়োগ করা হয়। এতে রোগী ও তার গর্ভের সন্তানের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়। এই Dose টি (১০গ্রাম) International Dose থেকে কম ছিল। এ দেশের মানুষের শারিরিক গঠন উচ্চতা, ওজন ও সার্বিক দিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই Reduced Dose কে Bangladeshi Dose নামে অভিহিত করা হয় এবং যা পরবর্তিতে ইংল্যান্ডের Lancet International Journal-এ এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

তিন বছর পর পূর্বের গবেষণায় অংশগ্রহণকারী মায়েদের গর্ভের সন্তানদের উপর ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের (MgSO4) কোনোপ্রকার স্নায়ুবিক পাশ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কি না তা দেখার জন্য "ম্যাগপাই ট্রায়াল ফলোআপ স্টাডি" নামে আরেকটি গবেষণা করে দেখা যায় যে এই ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বর্তমানে এই ঔষধটি দেশের বহুল ব্যবহৃত একটি ওষুধ, যা প্রাক-একলামসিয়া ও প্রি-একলামসিয়া রোগের ক্ষেত্রেও এখন সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে যাতে রোগী একলামসিয়ার ঝুঁকি থেকে বেঁচে যায়।

এমবিবিএস পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত এই ঔষধটি এখন দেশেই প্রস্তুত হচ্ছে। এই ঔষধের ব্যবহারের ফলে একলামসিয়া রোগে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু বহুলাংশে কমে গিয়েছে। একলামসিয়া চিকিৎসায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একলামসিয়া ওয়ার্ডের নামকরণ করা হয়েছে আমার নামে।

VIA (Visual Inspection with Acetic Acid) Screening Program

বর্তমানে জরায়ু মুখের ক্যান্সার মহিলাদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান একটি কারণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য Pap smear টেস্ট নামক একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সনাক্তকরনের এই পদ্ধতিটি বেশ সঠিক ফলাফল দেয়, কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটি একটি জটিল ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি।

আমি Asia-Ocaenia Journal of Obstetrics and Gynecology থেকে প্রথম VIA সম্মন্ধে জানতে পারি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাকরি করার সুবাদে আমি বুঝতে পারি যে পেপ স্মিয়ার টেস্ট স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য অত্যন্ত জটিল ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ একটি পদ্ধতি। বিকল্প হিসেবে VIA টেস্ট পদ্ধতিটি আমার কাছে অনেক সহজ আর সস্তা বলে মনে হলো। সে সময় ভারত ও আফ্রিকার কিছু কিছু দেশে পদ্ধতিটির ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল।

জরায়ু মুখের ক্যান্সার রোগটি সাধারণত চল্লিশোর্ধ বয়সের মহিলাদের মাঝে বেশি দেখা যায়

- যারা অধিক সন্তানের মা
- যাদের অধিকসংখ্যক যৌনসঙ্গী রয়েছে
- যাদের স্বামীর অধিকসংখ্যক যৌনসঙ্গী রয়েছে

তাদের এ রোগ হবার সম্ভবনা সবচেয়ে বেশি।

Human Papilloma Virus (HPV)দ্বারা এই ক্যান্সার হয়ে থাকে। ক্যান্সারটি পুর্ণাঙ্গ রূপ নিতে ১০ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত সময় নেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করতে পারলে এই ক্যান্সার থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব।সিরকা বা ভিনেগার যেটা আমরা ব্যবহার করি, তার ৫% দ্রবণ দ্বারা জরায়ু মুখের রং পরিবর্তনের সাপেক্ষে এই ক্যান্সার নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে জরায়ু মুখের যে অংশটি সাদা হয়ে যায় সেটি ক্যান্সারের পূর্বাভাস বা Screening হিসেবে সন্দেহ করা হয়। এটিকে VIA পজিটিভ বলা হয়। পরবর্তিতে colposcope-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করে Biopsy নিয়ে ক্যান্সার সনাক্ত করা হয়।

এই পদ্ধতিটি সহজ, সুলভ ও স্বল্প খরচে করা যায়। স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার, নার্স ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা দেশের সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই পরীক্ষা করা সম্ভব। এই পদ্ধতির মাধ্যমে জরায়ু মুখের ক্যান্সারের পূর্বাভাস নির্ণয় বা Screening করা সম্ভব যা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলাদের জন্য একটি আশির্বাদ। যা অনেক মহিলার জীবনের দুর্ভোগ ও ক্যান্সারজনিত মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার National Center for Cervical and Breast Cancer Screening and Training কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছে, যেখানে VIA প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে VIA পরিক্ষার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মহিলার জরায়ু মুখের ক্যান্সার পরীক্ষার কার্যক্রম চলছে। আমি colposcope পদ্ধতিটি বাংলাদেশে প্রচলন করি যাতে VIA পরবর্তি পদক্ষেপ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে Biopsy করে সঠিকভাবে ক্যান্সার সনাক্ত করা সম্ভব। এখন বাংলাদেশের জেলা শহরের হাসপাতালগুলোতেও এই সুবিধা বিদ্যমান।

বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির আজীবন সদস্য হিসেবে আমি UICC (Union for International Cancer control) এর আমন্ত্রণে ২০১০ সালে জেনেভায় Pap smear এর বিকল্প হিসেবে VIA কে উপস্থাপন করি, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি।

Unwanted Pregnancy and abortion

অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ একটি বিড়ম্বনা। যে কোনো মহিলা যে কোনো সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে গর্ভবতী হলে তা থেকে মুক্তির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। অনেক সময় তারা গ্রাম্য চিকিৎসক, হাতুড়ে ডাক্তারের বা কবিরাজের স্মরণাপন্ন হন। তারা ক্ষতিকারক ঔষধ বা গাছ-গাছড়া ব্যবহারের মাধ্যমে গর্ভপাত ঘটান। অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে MR করা হয়, পরিণতিতে সেপটিক অ্যাবরশন বা পচনশীল গর্ভপাত হয়। সেপটিক অ্যাবরশন আমার দেশে মাতৃ মৃত্যুর তৃতীয় কারণ।

যে মহিলা স্বেচ্ছায় বা পরিকল্পিতভাবে গর্ভধারণ করেন তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে জীবন যাপন করেন। অপরিণত বয়সের মেয়েদের ক্ষেত্রে অপরিকল্পিত গর্ভধারণ বয়ে আনে মৃত্যুঝুঁকি। অধিক বয়সী মায়ের ক্ষেত্রে হতে পারে বিভিন্ন রকমের স্বাস্থ্যঝুঁকি যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ইনফেকশনসহ নানান জটিলতা। অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের কারণে তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অপমৃত্যুর কারণও হয়ে থাকে।

এ ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাংলাদেশের মেয়েদের মুক্তি দেবার ইচ্ছা ছিল আমার দীর্ঘদিনের। আমি আমার দীর্ঘ গাইনি চিকিৎসক জীবনে অনেক মর্মান্তিক ঘটনার স্বাক্ষী, বহু মৃত্যু ও আত্মহত্যার ঘটনা আজও আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে।

আমি ২০১০ সালে ভারতের কন্যাকুমারীতে আন্তজাতিক গাইনোকলজিক্যাল সংস্থা (FIGO)-এর সম্মেলনে যোগদান করি। সেখানে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এর সমাধানকল্পে নানা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। এর মাঝে দুটি ঔষধ প্রাধান্য পায়। mifepristone আর misoprostol। এই দুটি ওষুধের সমন্বয়ে প্রস্তুত ট্যাবলেট সেবন করলে আট থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ গর্ভস্খলন হয়। এটি একটি নিরাপদ ও বহুল প্রচলিত ঔষধ।

সম্মেলন থেকে ঢাকায় ফিরে “ZISKA” ফার্মাসিউটিক্যালের ডা. সাঈদের সাথে যোগাযোগ করি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের Principal ও Pharmacology-র প্রফেসর ডা. ইসমাঈল খান এবং IPUS এর ডা. শহীদুল্লাহ আমাকে এ কাজে অনেক সহযোগিতা করেন। আমাদের সম্মনিত কাজের ফসল এই দেশের ওষুধ। বহুল প্রচলিত এই ওষুধ দেশের অনেক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করছে।

OGSB সোসাইটি

২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত OGSB প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়, আমার কাজের ব্যাপ্তি ও প্রসারতা দেখে তখন ঢাকায় আগত তৎকালীন FIGO প্রেসিডেন্টসহ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হামিদ ও শ্রীলংকার সোসাইটি প্রেসিডেন্ট মুগ্ধ হন।

এই সময়ে সরকারি অনুদানে এবং নিজেদের সহযোগিতায় মিরপুরে একটি স্বল্প ব্যয়ের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করি, সেখানে গাইনি, প্রসুতি মাতৃ স্বাস্থ্যের সেবার সকল ব্যবস্থা আছে। নিজ উদ্দোগে সেখানে অনেক যন্ত্রপাতি নিয়ে আসি যাতে স্বল্প খরচে প্রসুতি মায়েদের সব রকমের অপারেশন করা সম্ভব হয়। Anaethesia Machine, Operation Light, Painless Delivery-র জন্য মেশিন জরায়ুর মুখের ক্যান্সার সনাক্ত করার জন্য colposcope, ventilator আমি নিজের পক্ষ থেকে প্রদান করি।

একই সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধর্ষিতা মেয়েদের সুচিকিৎসার জন্য একটি One Stop Crisis Center তৈরি করা হয়। তার সাথে আমি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলাম।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলাদের প্রসব নিজ বাড়িতে হয়। সেখানে তাকে সাহায্য করার জন্য কোন প্রশিক্ষিত ধাত্রী বা চিকিৎসক উপস্থিত থাকেন না। এর ফলে প্রসবকালীন, প্রসবোত্তর নানারকম জটিলতায় ভোগেন, অনেকে মৃত্যুমুখেও পতিত হন। এই মৃত্যু ও অপমৃত্যু পরিহার করার জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যার নাম Skilled Birth Attendant এই প্রশিক্ষিত ধাত্রীগণ গ্রামেগঞ্জে প্রসবকালীন জরুরী সেবা দিয়ে থাকেন। সরকার ও এনজিওদের সাথে সমন্বয়ে প্রায় দুই হাজারের ও বেশি এইধরনের প্রশিক্ষিত ধাত্রী তৈরি করি। কানাডার একটি সংস্থা (Watch) প্রজেক্টের সহায়তায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে তারা আজও কাজ করে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় মাতৃমৃত্যুর হার বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, সাথে কমেছে নবজাতকের মৃত্যুহারও। দেশে এই সফলতার কারনে বাংলাদেশকে জাতিসংঘ কর্তৃক পুরষ্কৃত করেন।

অন্যান্য

- ২০১৩ সালে ঘটে যাওয়া সাভারের রানা প্লাজা ট্রাজেডির সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাঁড়াই। আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য কাজ করি।
- ২০১৪ সালে Engender Health ও SMC’র সহায়তায় স্বল্পমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি progesteron implant এদেশে প্রবর্তন করি এ অনুষ্ঠানটি নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

বই প্রকাশনা

বাংলাদেশের আধিকাংশ MBBS অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা MBBS পড়ার সময় গাইনোকলজি বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে না। ফলে যখন তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন দেখা যায় তারা নারী রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারছে না। এই সকল ছাত্র-ছাত্রীর, স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা পেশায় জড়িতদের সহজে গাইনোকলজি বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান দান করার জন্য আমি এই বিষয়টির উপরে সহজ ভাষায় কিছু বই লিখি যাতে তারা গাইনোকলজি বিষয়টি সম্পর্কে সহজে জ্ঞান লাভ করতে পারে। বইগুলি হলো;-

1. Gynecology and Obstetrics for Medical Assistants
   Prof. Dr. Latifa Samsuddin
2. A Concise Book of Obstetrics and Gynecology (For Nurses and Doctors)
   Prof. Dr. Latifa Samsuddin
3. Essentials of Obstetrics and Gynecology
   Prof. Dr. Latifa Samsuddin, Prof. Nazeen Kabir
4. স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা
   অধ্যাপক. ডা. লতিফা সামসুদ্দিন
5. Prevention of Cancer Cervix
   Prof. Dr. Latifa Samsuddin

পদক ও সম্মাননা

- South East Asiaতে নারী স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য Canada র Vancouver এ ২০১৫ সালে FIGO কর্তৃক FIGO Award
- বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে অসামান্য অবদানের জন্য 2012সালে North American Bangladesh Medical Association, USA কর্তৃক পুরস্কার
- ২০১৯ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "মুক্তিযোদ্ধা পুরস্কার"
- বাংলাদেশে কমিউনিটি পর্যায়ে মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যাপক অবদানের জন্য SK+F বাংলাদেশ কর্তৃক পুরস্কার

আমার সারা জীবনের লক্ষ্য ছিল দেশ এই দেশের মানুষের সেবা করা। শেষ দিন পর্যন্ত দেশ ও দেশের মানুষের কল্যানে কাজ করে যাব।

PUBLISHED ARTICLES: (INTERNATIONAL)

1. Shamsuddin L, K Nahar, B Nasrin, S Tamanna, RMA Kabir, MJB Ali, SA Anwary. Use of Parenteral Magnesium Sulphate in Eclampsia and Severe Pre-eclampsia Cases in a Rural set up of Bangladesh. Bangladesh Med. Res. Counc. Bull 2005; 31(2): 75-82.
2. Shamsuddin L, Ashrafunnessa. The Magpie Trial Collaborative Group. Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? The Magpie Trial: A randomized placebo controlled trial. The lancet June (1) 2002; vol. 359:1877-1890.
3. Shamsuddin L, Ashrafunnessa, Khatun S, Rahman A J E N, Kamal M, Kabir S. Cervical dysplasia among women attending gynaecological outpatient department of a teaching hospital. BJMS March 2002; Vol 8(1):39-42
4. Shamsuddin L, Magpie Trial Follow Up Study Management Group. The Magpie Trial Follow-up Study : Outcome after discharge from hospital for women and children recruited to a trial comparing magnesium sulphate with placebo for pre-eclampsia. The lancet November 2003.
5. Shamsuddin L, Chowdhury TA, Azim A, Rahman AJE N. Clinical down staging of cancer cervix with cytology. Bangladesh Med. Res. Counc. Bull. 1995; 21(3) : 108-114.
6. Shamsuddin L, Rouf S, Khan JH, Tamanna S, Hussain A, Samsuddin AKM. Magnesium Sulphate Versus Diazepam in the Management of Eclampsia. Bangladesh Medical Research Council Bull. 1998; 24 (2): 43-48.
7. Shamsuddin L, Begum F, Hussain MA, Chowdhury TA, Rahman M, Das Tripti. Effect of oestrogen replacement therapy on bone mass in post-menopausal Bangladesh women. Bangladesh Med. Res. Counc. Bull 2001; 27(3): 103-111.
8. Shamsuddin L. Report on obstetrics deliveries and Bogra Sader Hospital Bangladesh. A completed research protocol study report with FHI. North Carolina, USA, 1984: 45-50.
9. Magpie Trial Follow-Up Collaborative Group: The Magpie Trial: a randomised trial comparing magnesium sulphate with placebo for pre-eclampsia. Outcome for women at 2 years. BJOG DOI: 10.1111/j/1471-0528.2006.01166.x.
10. sulphate with placebo for pre-eclampsia. Outcome for Children at 18 months. BJOG DOI: 10.1111/j/1471-0528.2005.01165.x.Magpie Trial Follow-Up Collaborative Group: The Magpie Trial: a randomised trial comparing magnesium

Awards & Honors

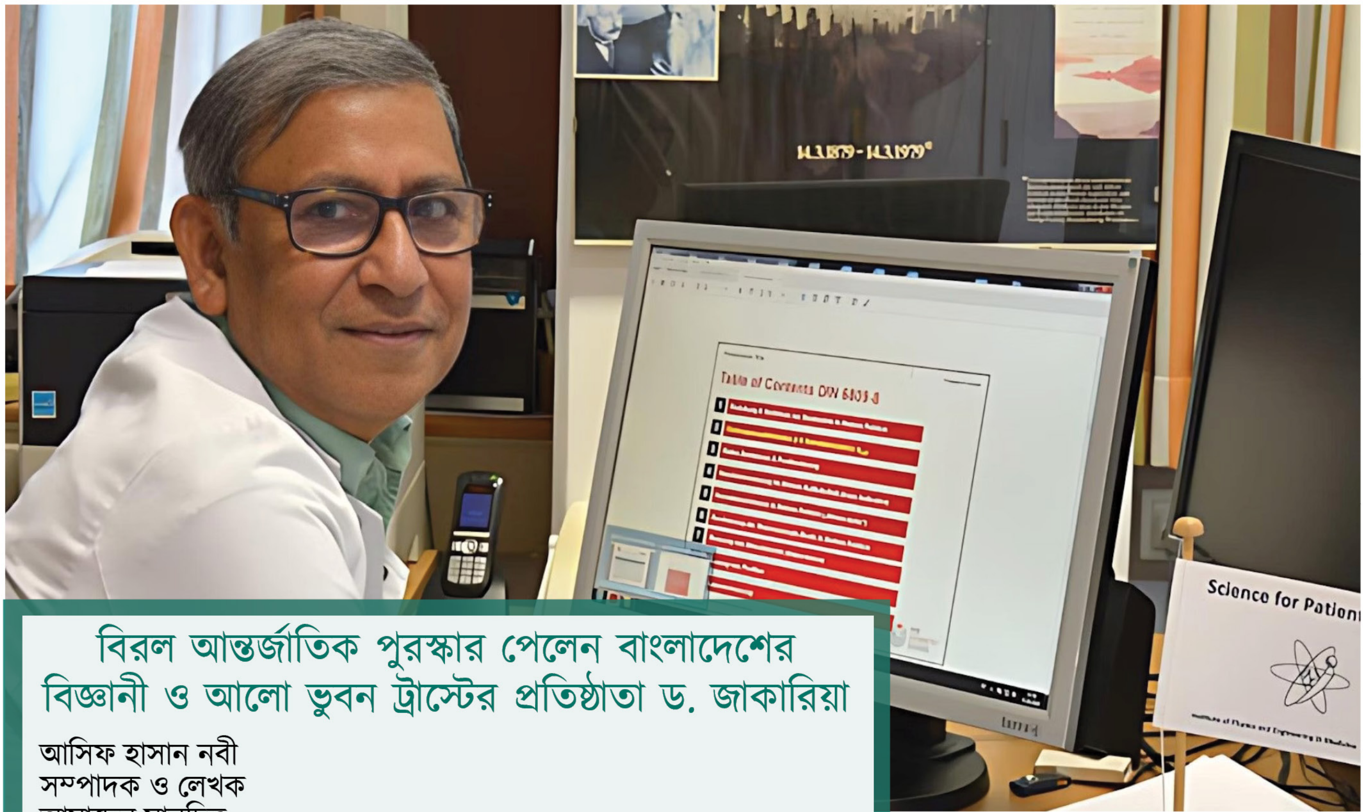

বিরল আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ও আলো ভুবন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ড. জাকারিয়া

আসিফ হাসান নবী
সম্পাদক ও লেখক
আমাদের মানচিত্র

আন্তর্জাতিক মেডিকেল ফিজিক্স সংস্থা (IOMP) বাংলাদেশী বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. গোলাম জাকারিয়াকে ২০২৫ সালের হ্যারল্ড জোন্স মেডেল প্রদান করছে। এটি মেডিকেল ফিজিক্সের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পুরস্কার। ড. গোলাম আবু জাকারিয়া বাংলাদেশী বংশদ্ভূত জার্মান প্রবাসী একজন বিশ্ববিখ্যাত মেডিকেল ফিজিসিস্ট। তিনি রেডিয়েশন অনকোলজি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন এবং ডায়াগনস্টিক রেডিওলজিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এর আগে ২০২৩ সালে তিনি জার্মান সরকারের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক 'ফেডারেল ক্রস অব মেরিট' লাভ করেছেন।

প্রথম জার্মান বিজয়ী: একজন সহকর্মী IOMP-এর ওয়েবসাইটে এই সংবাদটি দেখে সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক জাকারিয়াকে জানান। এরপর IOMP-এর প্রেসিডেন্ট নিজে অধ্যাপক জাকারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়ে অবহিত করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. তারিখ অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ প্রদেশের শহর অ্যাডিলেইডে ছয় দিনব্যাপী ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন মেডিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং (IUPESM 2025) -এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে ড. জাকারিয়াকে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সম্মেলন প্রতি তিন বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ড. জাকারিয়া এই পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত জার্মান অধিবাসী।

IOMP-এর এই সম্মাননার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানজগত জার্মান প্রবাসী এই বাসিন্দার বহুমুখী ও নিরলস অবদানের স্বীকৃতি দিচ্ছে। ছয় বছর আগে অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি জার্মানির কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুমারসবাখ প্রশিক্ষণ হাসপাতালে চিকিৎসা পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

Prof. Golam Abu Zakaria (71)

Copyright: Photo: Shemanto

জার্মান সোসাইটি ফর মেডিকেল ফিজিক্স (DGMP) তাদের দীর্ঘদিনের সদস্য প্রফেসর জাকারিয়াকে নিজেদের ওয়েবসাইটে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন: "এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মাধ্যমে তার অসাধারণ অবদান - বিশেষ করে গবেষণা, ক্লিনিক্যাল উদ্ভাবন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্মানিত করা হয়েছে।" তারা আরও জানায়, জাকারিয়া তার দূরদর্শী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মানব উন্নয়নে কাজ করেছেন "আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়ন, বাংলাদেশের একাডেমিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন দেশে তরুণ প্রতিভাদের সহায়তার মাধ্যমে"।

বর্তমানে ৭২ বছর বয়সী এই অধ্যাপক মাত্র ১৭ বছর বয়সে বাংলাদেশ ছেড়ে জার্মানিতে আসেন। শুরু থেকেই তিনি বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, তরুণ চিকিৎসা পদার্থবিদদের প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষায় সহায়তার প্রতি নিবেদিত ছিলেন। তিনি বহু তরুণ চিকিৎসা পদার্থবিদদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন, যার মাধ্যমে তারা জার্মানিতে এসে প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছে। ৩০ বছরেরও বেশি আগে তিনি ডিজিএমপি'র আওতায় 'মেডিকেল ফিজিক্স ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ' বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করেন।

হ্যারল্ড জোন্স মেডেলটি নিঃসন্দেহে এক বিশেষ মর্যাদার প্রতীক, তবে এটি তার প্রথম পুরস্কার নয়। দুটি খ্যাতনামা অনকোলজি সংস্থা তাঁকে 'Outstanding Personality of the Decade 2010-2000' উপাধিতে ভূষিত করেছে। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল তাঁকে 'Global Radiation Oncology Distinguished Leader Award 2019' প্রদান করেছে- কেবল কয়েকটি উদাহরণ হিসেবে। বাংলাদেশে তার চিকিৎসা ও উন্নয়ন সহায়তামূলক কাজ এবং জার্মান-বাংলাদেশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে জার্মান সরকার তাঁকে 'ফেডারেল ক্রস অব মেরিট' পুরুস্কার প্রদান করেছে।

ড. জাকারিয়া বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে এমন অনেক ছাত্র'র তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সেন্টার ফর মেডিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চ-এর উন্নয়নেও কাজ করে যাচ্ছেন। প্রফেসর জাকারিয়া গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে বলেন, 'এডেলেইডের এই অনুষ্ঠানে একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মেডিকেল ফিজিক্স সংস্থা (IOMP) থেকে আমি পূর্বেই আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম; কিন্তু আমি তাদের না করে দিয়েছিলাম, কারণ এতদূর যেতে ইচ্ছা করেনি। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, 'কিন্তু এবার তো যেতেই হবে! কারণ এই সংগঠন আমাকে একটি মূল্যবান পুরস্কার দিচ্ছে।' ড. জাকারিয়ার সামনে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় পুরস্কার বিতরণী, যা তাঁর সারা জীবনের অবদানের এক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি।" চমৎকার শিক্ষাদানে তাঁর অঙ্গীকার ও চিকিৎসা পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অবদান তাঁকে এই ক্ষেত্রে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত করেছে বলে জার্মান সোসাইটি ফর মেডিকেল ফিজিক্স (ডিজিএমপি) তাদের বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

ড. গোলাম আবু জাকারিয়ার জীবন ও কর্ম

ড. জাকারিয়া ১৯৫৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের নওগাঁয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) পড়াকালীন ১৯৭২ সালে জার্মান সরকারের বৃত্তি নিয়ে জার্মানিতে যান। ১৯৭৮ সালে মার্টিন লুথার ইউনিভার্সিটি অব হালে-ভিটেনবার্গ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে ইউনিভার্সিটি অব গটিনজেন থেকে পোস্টগ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন করেন। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিস্টিংশনসহ পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে মেডিকেল ফিজিক্সে রেসিডেন্সি সম্পন্ন করেন। তাঁর ডক্টরাল থিসিসে তিনি মাথা, ঘাড় এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য 'পেন্সিল বিম' পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই প্রোগ্রামটি হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে বাণিজ্যিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিংয়ে আসার আগ পর্যন্ত প্রায় ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহৃত হয়েছিল।

পেশাগতভাবে তিনি ৩০ বছরেরও বেশি সময় ইউনিভার্সিটি অব কোলোনের গুমারসবাখ একাডেমিক টিচিং হাসপাতালের মেডিকেল রেডিয়েশন ফিজিক্স বিভাগের প্রধান এবং চিফ মেডিকেল ফিজিসিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সময়ে তিনি ডোসিমেট্রি, রেডিওথেরাপি প্ল্যানিং এবং কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্সের মতো ক্ষেত্রগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধন করেন। ২০০৩ সাল থেকে তিনি আনহাল্ট ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেসের ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করছেন।

প্রফেসর জাকারিয়া বাংলাদেশে মেডিকেল ফিজিক্স শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ২০০০ সালে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করে তিনি এই যাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর মেডিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চ (SCMPCR) প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া তিনি বাংলাদেশে আলো-ভুবন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠান সারাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণখাতে নিরলসভাবে কাজ করছে। তাঁর লালন করা স্বপ্নের বাস্তবায়নে গুণগত শিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ড. জাকারিয়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পদে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: DGMP-এর ডেভলপিং কান্ট্রিস বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ার। IOMP-এর অ্যাক্রেডিটেশন কমিটির ভাইস-চেয়ার। ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল ফিজিক্স সার্টিফিকেশন বোর্ড (IMPCB)-এর অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি ২ (রেডিয়েশন ফিজিক্স)-এর চেয়ার। EFOMP-এর এআই বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং ICTP-এর ট্রেনিং প্রোগ্রামের প্রশিক্ষক। একজন সফল গবেষক হিসেবে তাঁর ১২০টিরও বেশি প্রকাশনা রয়েছে। তিনি রেডিওথেরাপিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI)) প্রয়োগ নিয়েও গবেষণা করেছেন।

তাঁর অবদানের জন্য তিনি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন, যেমন- DGMP এবং IOMP ফেলোশিপ। হার্ভার্ড গ্লোবাল রেডিয়েশন অনকোলজি ডিস্টিংগুইশড লিডার অ্যাওয়ার্ড। অর্ডার অব মেরিট অব দ্য ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি। তরুণ পেশাদারদের অনুপ্রাণিত করার জন্য AFOMP তাঁর নামে একটি লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ডও চালু করেছে।

News & Events

Awareness programe: RBHC

27.10.24 Cervical Cancer and Breast Cancer Screening Awareness programme at Probaho pre cadet and high school Naugaon, about 110 women are participate.

27.10.24 Cervical Cancer and Breast Cancer Screening Awareness programme at Probaho pre cadet and high school Naugaon, about 110 women are participate.

22.10.24 Breast Cancer Screening Awareness programme Ikarkuri high school about 50 participant are present

News & Events

Awareness programe: RBHC

২৯/১০/২৪ ইং তারিখে নওগাঁ জেলার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিষয়ক ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় আলো ভুবন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. হাসিন অনুপমা আজহারী, সাধারণ সম্পাদক, আলো ভুবন ট্রাস্ট এবং প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো: নুরুন নবী, আরবিএইচসি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস বিষয়ক সেমিনার,সিভিল সার্জন অফিস,নওগাঁ।

News & Events

Medical Camp: RBHC

১৭.৯.২৪ তারিখে রহিমা বনিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সার্বিক সহযোগিতায় চক্ষু ক্যাম্প এর আয়োজন করেন ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল

২৬/১১/২৪ ইং আরবিএইচসিতে নূন্যতম মূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয় । উক্ত ক্যাম্প এ মেডিসিন, গাইনীসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

মে ২০২৫ রহিমা বনিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্প, ইকরকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ।

News & Events

Medical Camp: RBHC

০৩ জুলাই ২০২৫ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ হাসান আলীর মাধ্যমে আরবিএইচসিতে স্বল্প মূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়।

গত ২৯/৭/২০২৫ ইং তারিখে আরবিএইচসিতে স্বল্প মূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প এবং প্রয়োজনীয় ঔষুধ বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়।

গত ১২/৮/২৫ এবং ১৯/৮/২৫ ইং তারিখে আরবিএইচসিতে স্বল্প মূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প এবং ২৮ জন রোগীকে প্রয়োজনীয় ঔষুধ বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়।

News & Events

Visitors Gallary: RBHC

৩০/১১/২৪ ইং তারিখে আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন মো: ফোরকান আল-হামিদ, যুগ্ন-পরিচালক (বাংলাদেশ ব্যাংক), মো: অহিদুজ্জামান, সহকারী পরিচালক (বাংলাদেশ ব্যাংক)

৬/৯/২৪ তারিখে আরবিএইচসি পরির্দশন করেন জনাব,মো: মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপজেলা র্নিবাহী অফিস।

আরবিএইচসি পরিদর্শন করেছেন, ডা: মো: কামরুল আহসান, সহকারী পরিচালক (সিসি), ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেন্ট (এফপিসিএস-কিউআইটি),নওগাঁ ।

আরবিএইচসি পরিদর্শন করেছেন মো:জাবেদ ইকবাল, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নওগাঁ,

আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এ.এইচ. এম মোস্তফা কামাল, এমবিবিএস,বিসিএস,এম.এ.সি.পি,এফ.সি.পি.এস,রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,রাজশাহী।

আরবিইচসি পরির্দশন করেছেন এস এম মহিউদ্দীন মঈন, ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর, ডেমক্রোমওয়াচ, নওগাঁ ।

১৭.৯.২৪ তারিখে রহিমা বনিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সার্বিক সহযোগিতায় চক্ষু ক্যাম্প এর আয়োজন করেন ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল

আলোচনা করছেন প্রফেসর ড. গোলাম আবু জাকারিয়া, প্রফেসর ড. হাসিন অনুপমা আজহারী, জনাব আসিফ হাসান নবী, জনাব আহসান সাইদ,জনাব মো: আনিসুর রহমান ,জনাব মো: মাসুদ হাসান ও সাবিহা সারমিন।

আলো ভুবন ট্রাস্ট এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. গোলাম আবু জাকারিয়া, প্রফেসর ড. হাসিন অনুপমা আজহারী (জেনারেল সেক্রেটারী), জনাব আসিফ হাসান নবী সাংবাদিক এবং আর-বিএইচসির সকল কর্মকর্তাও কর্মচারী।

PP Roushan Ara Akhtar AKS, চাটার্ড প্রেসিডেন্ট, রোটারি ক্লাব অব ধ্রুবতারা। তিনি আলো ভুবন ট্রাস্টকে সবসময় বিভিন্ন কাজে ব্যক্তিগত ভাবে সহায়তা করে এসেছেন।

শাপলা গ্রুপ কেয়ার লিমিটেড এর চেয়ারম্যান লুবনা আফরোজ আলো ভুবন ট্রাস্ট এর স্মার্ট স্কিল সেন্টার (SSC)-কে একটি কম্পিউটার প্রদান করেন।

News & Events

Visitors Gallary: RBHC

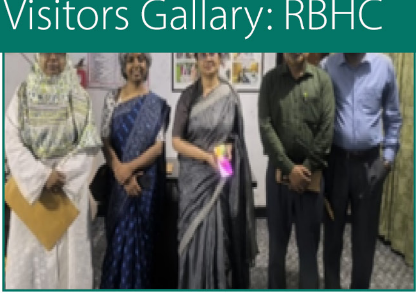

৬/৯/২৪ তারিখে আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন জনাব,মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপজেলা র্নিবাহী অফিস।

১৫ মে ২০২৫ আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন ,নওগাঁর বিভিন্ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং স্বাস্থ্য সহকারীবৃন্দ।

১৯ মে ২০২৫ আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন, জনাব, প্রফেসর ড. মোকবুল হোসেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড।

গত ০৩ জুলাই ২০২৫ ইং তারিখে আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হাসান আলী।

গত ১৯ জুলই ২০২৫ ইং আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন বিদেশী পরিদর্শক জুদিথ ইসথার মারিয়া (নেদারল্যান্ডস)

গত ১০/০৭/২০২৫ ইং তারিখে আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন জনাব, মো. শাকিল আহমেদ সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ,নওগাঁ।

গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন মোঃ শাহাদৎ হোসেন জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) নওগাঁ

গত ৭ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত মোট তিন (৩) দিন বিদেশী প্রশিক্ষক আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, প্রফেসর ড. মেড.থমাস সার্ভার ও ড.কার্স্টিন সার্ভার,জার্মানি।

গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন মো. শাহাদৎ হোসেন জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) নওগাঁ

News & Events

Trainers Gallary: Germany & Netherlands

রহিমা বনিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ফিজিওথেরাপি ট্রেনিং সম্পন্ন

৭-৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে রহিমা বনিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী ফিজিওথেরাপি ট্রেনিং-এর আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তু ছিল "Stroke & Neuro Rehab for Physiotherapists"।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জার্মানির খ্যাতনামা ফিজিওথেরাপি ও অকুপেশনাল থেরাপি বিশেষজ্ঞ ড. কেরস্টিন শ্রাডার (Dr. Kerstin Schrader)। তিনি তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করে অংশগ্রহণকারীদের আধুনিক ফিজিওথেরাপি কৌশল, বিশেষত স্ট্রোক ও স্নায়বিক পুনর্বাসন সম্পর্কিত সর্বাধুনিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক অনুশীলন প্রদান করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ১২ জন ফিজিওথেরাপিস্ট এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সেশনগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ পান।

রহিমা বনিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে টেকনোলজিস্টদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

৭-৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে রহিমা বনিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে টেকনোলজিস্টদের জন্য তিন দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের মূল বিষয় ছিল "Diagnostic Data Management & Quality Control of Lab. Test"।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জার্মানির খ্যাতনামা Prof. Dr. med. Thomas Schrader (Pathologist & Computer Scientist)। তিনি আধুনিক ডায়াগনস্টিক ডেটা ম্যানেজমেন্ট ও ল্যাবরেটরি টেস্টের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

এই কর্মশালায় বাংলাদেশের নওগাঁ জেলা থেকে আগত ১২ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা ল্যাবরেটরি ডেটা ম্যানেজমেন্টের উন্নত কৌশল, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিভাবে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরীক্ষার ফলাফল নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

Alo BT ও RBHC স্টাফদের জন্য বিশেষ ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ

২০২৫ সালের ১৬-২৬ জুলাই তারিখে Alo Bhubon Trust (Alo BT) এবং Rahima Baniz Healthcare Centre (RBHC)-এর স্টাফদের জন্য একাধিক সেশনে একটি বিশেষ ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। নেদারল্যান্ড থেকে আগত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক Judith Meijer এ কর্মশালা পরিচালনা করেন। তিনি স্টাফদের জন্য বাস্তবভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট কৌশল, নেতৃত্ব দক্ষতা এবং কার্যকর টিমওয়ার্কের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি Alo BT কীভাবে ভবিষ্যতে আরও সাস্টেইনেবল হতে পারে সে বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করেন।

Judith Meijer দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব ও ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছেন। তিনি Zenmo, Amsterdam, The Netherlands-এ ইন্টারিম ম্যানেজার (জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২৫) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি Saba Cares-এর বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স (জানুয়ারি ২০২১ - ফেব্রুয়ারি ২০২৪) ছিলেন। বর্তমানে তিনি University of Humanistic Studies, Utrecht-এ পিএইচডি গবেষণা করছেন।

News & Events

Cancer Screening: Cervical & Breast Carcinoma

৬/৯/২৪ তারিখে আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন জনাব,মো: মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপজেলা র্নিবাহী অফিস।

Cancer Screening: Cervical & Breast Carcinoma

৬/৯/২৪ তারিখে আরবিএইচসি পরিদর্শন করেন জনাব,মো: মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপজেলা র্নিবাহী অফিস।

News & Events

Introduction of Alo Bhubon Trust with visitors and stakeholders

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ড. মুহাম্মদ আজমকে আলো ভুবন ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত বই 'জার্মানীর যত সূর্যকন্যা', প্রদান করছেন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।

Beacon Pharmaceuticals এর মার্কেটিং এন্ড সেলস বিভাগের নির্বাহী সহ-সভাপতি মাহমুদুল হক পল্লবের সাথে আলো ভুবন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি জেনারেলের SCMPCR এর সাথে Beacon এর ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্স ও টেকনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদিরের সাথে SCMPCR নিয়ে আলোচনা

SCMPCR এর চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টরের সাথে Japan Society of Medical Physics (JSMP) এর চেয়ারম্যান, ডিরেক্টরের ও মেম্বারের সাথে জাপানে SCMPCR নিয়ে আলোচনা।

নওগাঁর ডিসি অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে আলো ভুবন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি জেনারেলের সাক্ষাত ও Alo BT Newsletter প্রদান

মেডিক্যাল ফিজিক্সের শিক্ষার্থীদের সাথে আলো ভুবন ট্রাস্টের অফিসে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি জেনারেলের মতবিনিময় সভা

আলো ভুবন ট্রাস্টের অফিসে জনাব মোঃ আসাদুজ্জামানের ও জনাব মোঃ খালেকের সাথে মতবিনিময় সভা

জার্মানী থেকে আগত জনাব আনিস হক ও তার স্ত্রী মিসেস আনিসের সাথে আলো ভুবনের অফিসে আলো ভুবনের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা

রোটারি ক্লাব অফ ঢাকায় SCMPCR সম্পর্কে আলোচনা ও আলো ভুবন ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত বই 'জার্মানীর যত সূর্যকন্যা' বই প্রদান

নওগাঁতে স্মার্ট স্কিল সেন্টার ভিজিট করেন আলো ভুবন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি জেনারেল ও উপদেষ্টা মন্ডলী সদস্য লেখক ও সাপ্তাহিক 'আমাদের মানচিত্র' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আসিফ হাসান নবী।

Our Partners/Donors

বাংলাদেশ ব্যাংক

কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

BSEZ

RUNNER

ROTARY INTERNATIONAL

Else Kröner Fresenius Stiftung

PTW THE DOSIMETRY COMPANY

আলো ভুবন ট্রাস্ট(Alo BT) ও রহিমা বনিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কার্যালয়(RBHC)

Donate to Make Difference

RBHC | Cancer Welfare Fund | Zakat Fund

Your donations will be used for humanitarian work. Accounts for all expenses will be published on the website at the end of the year as an annual audit report.

আপনার অনুদান সেবামূলক কাজে ব্যবহার করা হবে। সমস্ত খরচের হিসাব বছর শেষে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন হিসেবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে ।

Donate via Cheque/Internet Banking
Account Name: ALO BHUBON TRUST (ABT)
Account Number: 1711100015108
Bank Name: Dutch Bangla Bank
Branch: Satmasjid Road Branch, Dhanmondi, Dhaka

Our Vision

Serving Humanity And
Sustainable Development

Alo-BT
Alo Bhubon Trust